গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়
বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ
www.imed.gov.bd

বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগের ১২ বছরের (২০০৯-২০২০ পর্যন্ত) সাফল্য

স্বাধীনতা উত্তরকালে প্রকল্পের বিশেষ করে সাহায্যপুষ্ট প্রকল্পের মনিটরিং ও মূল্যায়ন জোরদার করার প্রয়োজনীয়তা দৃঢ়ভাবে অনুভূত হয়। এ প্রেক্ষিতে, ১৯৭৫ সালের জানুয়ারি মাসে 'প্রকল্প বাস্তবায়ন ব্যুরো (PIB)' সৃষ্টি করে রাষ্ট্রপতির কার্যালয়ে ন্যস্ত করা হয়। মূলতঃ মালয়েশীয়া মডেলে তৎকালীন 'প্রকল্প বাস্তবায়ন ব্যুরো (PIB)' প্রতিষ্ঠা করা হয়। কর্মপরিধি বৃদ্ধির কারণে ১৯৭৭ সালে পিআইবিকে প্রজেক্ট মনিটরিং ডিভিশন (PMD) নামে একটি স্বতন্ত্র বিভাগে উন্নীত করা হয়। এরই ধারাবাহিকতায় ১৯৮৪ সালে প্রজেক্ট মনিটরিং ডিভিশনকে 'বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ', ইংরেজীতে Implementation Monitoring and Evaluation Division (IMED) নামে পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের অধীনে ন্যস্ত করা হয়।

আইএমইডি'র ভিশন: টেকসই উন্নয়নে প্রয়োজন প্রকল্পের সঠিক পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন।

আইএমইডি'র মিশন: প্রকল্পের বাস্তবায়ন কার্যক্রম পরিবীক্ষণ, সমাপ্ত প্রকল্পের মূল্যায়ন এবং সরকারি ক্রয় প্রক্রিয়ায় স্বচ্ছতা, দক্ষতা ও জবাবদিহির মাধ্যমে দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে কার্যকর সহায়তা প্রদান।

১। প্রকল্প অনুমোদন, প্রকল্প পরিদর্শন, সমাপ্ত প্রকল্প মূল্যায়ন ও প্রভাব মূল্যায়নে আইএমইডি'র অর্জন:

- **প্রকল্প অনুমোদন:** পরিকল্পনা কমিশনের উদ্যোগে আয়োজিত প্রকল্প অনুমোদন সংক্রান্ত প্রকল্প মূল্যায়ন কমিটির সভায় (PEC) আইএমইডি প্রতিনিধিত্ব করছে।
- **প্রকল্প পরিদর্শন:** মাঠপর্যায়ে প্রকল্প পরিদর্শন আইএমইডি'র একটি নিয়মিত কাজ। প্রকল্প পরিদর্শনের ক্ষেত্রে শুরুতেই একটি কর্মপরিকল্পনা থাকে। প্রকল্প পরিদর্শনের ক্ষেত্রে অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত প্রকল্প, সাহায্যপুষ্ট প্রকল্প, শ্লথ গতিসম্পন্ন প্রকল্প এবং সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত প্রকল্পকে অগ্রাধিকার দেয়া হয়ে থাকে। এর ফলে প্রকল্পের নির্ধারিত স্থান, কাজের মান এবং অগ্রগতি সম্পর্কে একটি বাস্তব ধারণা পাওয়া যায়।

চিত্র: গত ১৭/১২/২০২০ খ্রিঃ তারিখে বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগের সচিব জনাব প্রদীপ রঞ্জন চক্রবর্তী কর্ণফুলী নদীর তলদেশে বহুলেন সড়ক টানেল নির্মাণ (১ম সংশোধিত) প্রকল্প কাজ পরিদর্শন করেন। (**Image:** Mr. Pradip Ranjan Chakraborty, Secretary, IMED visited the "Construction of a multi-lane road tunnel under the Karnaphuli River Project" at 17th December 2020)

চিত্র: গত ২৮/১১/২০১৯ তারিখে "৬৪ জেলায় সমাজসেবা কমপ্লেক্স ভবন নির্মাণ" শীর্ষক প্রকল্পের সিলেট জেলার কার্যক্রম বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগের কর্মকর্তাগণ পরিদর্শন করেন। (**Image:** Officers of IMED visited the "64 District Social Service Complex Buildings Construction Project" on 28th November, 2020.)

- **<u>সমাপ্ত প্রকল্প মূল্যায়ন:</u>** আইএমইডি সকল সমাপ্ত প্রকল্পের সমাপ্তি মূল্যায়ন (Terminal Evaluation) প্রতিবেদন প্রণয়ন করে থাকে। গড়ে প্রতি বছর ২০০-২৫০ টি প্রকল্প সমাপ্ত হয়। সমাপ্ত প্রকল্পের মূল্যায়ন প্রতিবেদন সম্পন্ন করে বই আকারে প্রকাশ করা হয়ে থাকে।
- **<u>প্রকল্পের নিবিড় পরিবীক্ষণ:</u>** বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ (আইএমইডি) এর মনিটরিং সেক্টর সমূহের আওতায় আউটসোর্সিং এর মাধ্যমে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগের চলতি প্রকল্পের নিবিড় পরিবীক্ষণ কাজ পরিচালনা করা হয়ে থাকে। ২০০৮-০৯ অর্থবছর হতে ২০১৯-২০ অর্থবছর পর্যন্ত ১৬৭ টি প্রকল্পের নিবিড় পরিবীক্ষণ কাজ সম্পন্ন হয়েছে এবং ২০২০-২১ অর্থবছরে ২৪ টি নির্বাচিত প্রকল্পের নিবিড় পরিবীক্ষণ কাজ চলমান রয়েছে।
- **<u>প্রকল্পের প্রভাব মূল্যায়ন:</u>** সুবিধাভোগী ও আর্থসামাজিক ব্যবস্থার উপর দীর্ঘ মেয়াদী প্রভাব নিরুপনের জন্য বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচীভুক্ত কিছু সংখ্যক সমাপ্ত প্রকল্পের প্রভাব আইএমইডি কর্তৃক মূল্যায়ন করা হয়। ২০০৮-০৯ অর্থবছর থেকে ২০১৯-২০২০ অর্থবছর পর্যন্ত নির্বাচিত ১৯৮ টি সমাপ্ত প্রকল্পের প্রভাব মূল্যায়নের কাজ সম্পন্ন হয়েছে এবং ২০২০-২১ অর্থবছরে ০৮ টি নির্বাচিত সমাপ্ত প্রকল্পের প্রভাব মূল্যায়নের কাজ চলমান রয়েছে।
- **<u>প্রকল্প পরিবীক্ষণে ভিডিও কনফারেন্স:</u>** আধুনিক তথ্যপ্রযুক্তির মাধ্যমে স্বল্প সময়ে অনেক স্টেকহোল্ডারের সমন্বয়ে প্রকল্প বাস্তবায়ন অগ্রগতি পরিচালনায় ভিডিও কনফারেন্স একটি গুরুত্বপূর্ণ হাতিয়ার। বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগের সচিব মহোদয় প্রতিটি জেলাকে একটি ইউনিট বিবেচনায় এনে ঐ জেলার সকল উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নকারী প্রতিষ্ঠানের স্টেকহোল্ডারদের সাথে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে প্রকল্প বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা করেন। Online Project Monitoring এর অংশ হিসেবে ২০১৯-২০ অর্থবছরে ২০ (বিশ) টি জেলার জেলা প্রশাসক এবং এডিপি বাস্তবায়নের সাথে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের সাথে ২০ টি ভিডিও কনফারেন্স অনুষ্ঠিত হয়।

চিত্র: আইএমই বিভাগের সচিব মহোদয়ের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত মাগুরা জেলার এডিপিভুক্ত উন্নয়ন প্রকল্পের অগ্রগতি পর্যালোচনা সংক্রান্ত ভিডিও কনফারেন্সিং সভা। (Image: Honorable Secretary of IMED presided a video conferencing meeting to review the progress of Development Projects in Magura District.)

২। ২০০৯-২০২০ পর্যন্ত' সরকারের উল্লেখযোগ্য অর্জনের উপর বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ-এর সেন্ট্রাল প্রকিউরমেন্ট টেকনিক্যাল ইউনিট (সিপিটিইউ) এর অর্জিত সাফল্য:

সরকারি ক্রয় কার্যক্রমে দক্ষতা, স্বচ্ছতা, জবাবদিহি, সমআচরণ ও সুষ্ঠু প্রতিযোগিতা নিশ্চিতকল্পে এবং জনগণের অর্থের সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী গত ০২ জুন ২০১১ তারিখে National Electronic Government Procurement (e-GP) Web Portal-এর আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন। এর মধ্য দিয়ে সরকারি ক্রয়ে e-Tendering ব্যবস্থা চালু হয়। "ডিজিটাল বাংলাদেশ" গঠনের রুপকল্পে সরকারি ক্রয়ের ক্ষেত্রে স্বচ্ছ ও নির্ভরযোগ্য e-Tendering ব্যবস্থা একটি যুগান্তকারী পদক্ষেপ। এ লক্ষ্যে, গত ১৫ ফেব্রুয়ারি ২০১১ তারিখে মন্ত্রিসভার অনুমোদনক্রমে একটি Bangladesh e-Government Procurement (e-GP) Guidelines জারি করা হয়।

৩০ ডিসেম্বর ২০২০ পর্যন্ত e-GP কার্যক্রমের অগ্রগতি নিম্নরুপ:

- সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগসহ ১,৩৫০টি ক্রয়কারী সংস্থা ই-জিপি সিস্টেমে নিবন্ধিত হয়েছে এবং এর অধীন ৯,৬৭৪টি ক্রয়কারী অফিস e-GP ব্যবস্থার আওতায় এসেছে।
- ৮০,৭১০টি দরদাতা প্রতিষ্ঠান/দরদাতা e-GP-তে নিবন্ধিত হয়েছে।
- e-GP সিস্টেমে ৪,৩৩,০৯২টি দরপত্র আহবান করা হয়েছে যার মূল্যমান ৪,৪৮,১১৮ কোটি টাকা।
- e-GP সিস্টেমে দরপত্র দলিল বিক্রি এবং দরদাতাদের রেজিস্টেশন ফি বাবদ এ সময়ে সরকারের মোট আয়ের পরিমাণ ১১৯৪ কোটি টাকা।
- বিশ্বব্যাংক পরিচালিত সমীক্ষায় ই-জিপিতে দরপত্র প্রক্রিয়াকরণের ফলে প্রায় ১.১ বিলিয়ন মার্কিন ডলার ব্যয় সাশ্রয় হয়েছে। এছাড়া কাগজের ব্যবহার ও অন্যান্য আনুসাঙ্গিক ব্যয় ৬.৯% হ্রাস পেয়েছে।
- দরপত্র জামানত, কার্যসম্পাদন জামানতসহ রেজিস্টেশন ফি, নবায়ন ফি ও টেন্ডার ডকুমেন্ট ফি গ্রহণের জন্য ৪৮টি ব্যাংকের ৫,৫৫৬টি শাখার মাধ্যমে ই-জিপি পদ্ধতির সঙ্গে সংযুক্ত রয়েছে।
- সিপিটিইউ'র কর্তৃক মোট ২৭,৮০৪ জন কর্মকর্তাকে দীর্ঘমেয়াদি এবং ১৬,৮৪৭ জন কর্মকর্তাকে স্বল্পমেয়াদে সরকারি ক্রয় আইন ও বিধি এবং ই-জিপির ওপর প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

e-GP কার্যক্রমের ফলে সরকারি ক্রয়ে নিম্নরুপ সুবিধা নিশ্চিত করা সম্ভব হয়েছে:

- দরপত্র প্রক্রিয়াকরণ ও আইন/বিধি'র পরিচালন পরিবীক্ষণে একটি জাতীয় প্লাটফর্ম প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।
- ইলেকট্রনিক পদ্ধতি চালুর ফলে ক্রয় কার্যক্রমে সময় ও ব্যয় সাশ্রয় করা সম্ভব হচ্ছে।
- অধিক সংখ্যক দরদাতা অবাধে ক্রয় প্রতিযোগিতায় অংশ নিতে পারায় অধিকতর প্রতিযোগিতা নিশ্চিত হচ্ছে।
- পুরো সরকারি ক্রয় কার্যক্রমের একটি কেন্দ্রীয় ডাটাবেজ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।
- প্রচলিত পদ্ধতিতে দরপত্র জমাদানের বিদ্যমান সমস্যা দূর করা সম্ভব হয়েছে।
- ই-জিপি বাস্তবায়নের পর দরপত্রে প্রতিযোগিতার সংখ্যা পূর্বের গড় ৪ থেকে বেড়ে এখন ১১ এ উন্নীত হয়েছে।
- ই-জিপি বাস্তবায়নের মাধ্যমে সরকারি ক্রয় টেকসইকরণের উদ্দেশ্যে এসডিজি (SDG) লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের পথ সুগম হয়েছে।
- সরকারি ক্রয় প্রক্রিয়ার স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি নিশ্চিতকরণের নিমিত্ত সরকারি ক্রয় সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটি (সিসিজিপি) ও অর্থনৈতিক বিষয় সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটির (সিসিইএ) সভায় সহায়তাকারী হিসেবে সিপিটিইউ উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করছে।
- সরকারি ক্রয়ে অর্থের মূল্য (Value for Money) নিশ্চিত করার লক্ষ্যে ক্রয়কার্যে স্থানীয় জনগণের অংশগ্রহণ (Citizen Engagement) অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ক্রয়কাজে জনসাধারণের মতামত প্রদানের অংশ হিসেবে গত ২৬/০৮/২০২০ তারিখে 'Citizen Portal' উদ্বোধন করা হয়েছে।

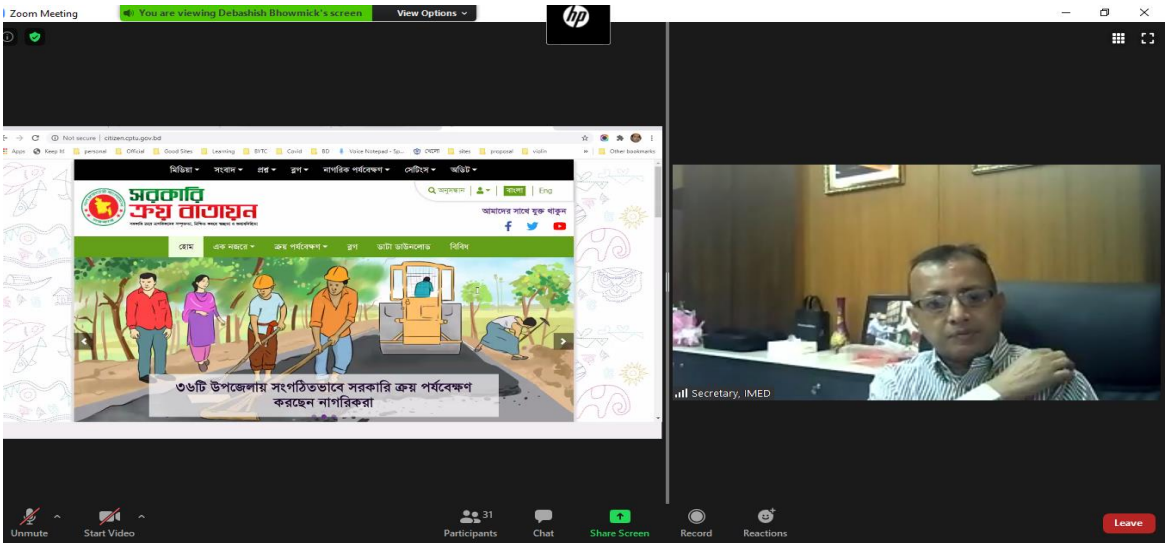

চিত্র: "সিটিজেন পোর্টাল" এর উদ্বোধনী অনুষ্ঠান। (**Image:** Launching Ceremony of "Citizen Portal")

চিত্র: "সিটিজেন পোর্টাল" এর উপর প্রশিক্ষণের উদ্বোধনী অনুষ্ঠান। (**Image:** Inauguration of Citizen Portal Training Program.)

- সরকারি ক্রয় বাতায়ন (Citizen Portal) থেকে নাগরিকরা সহজেই সারাদেশের পণ্য, কার্য ও সেবা ক্রয় সম্পর্কিত নানা তথ্য পাবেন। এছাড়া পোর্টালের সাথে যুক্ত ব্লগ ও সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে নাগরিকদের মতামত ও পর্যবেক্ষণ তুলে ধরার সুযোগ রয়েছে। সরকারের নীতি নির্ধারক, ক্রয়কারী সংস্থার কর্মকর্তা, বিশেষজ্ঞ, গবেষক ও গণমাধ্যম কর্মীরা সরকারি ক্রয় বাতায়ন থেকে বিভিন্ন তথ্য ডাউনলোড করে তা বিশ্লেষণ করতে পারবেন।
- সরকারি ক্রয়ে জনসচেতনতা ও জনসম্পৃক্ততার বিষয়টি নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সিপিটিইউ কর্তৃক দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে নিয়মিতভাবে Government Tenderer's Forum (GTF) এর সভা অনুষ্ঠিত হয়ে আসছে।

চিত্র: সরকারি ক্রয়ে ইলেকট্রনিক গভর্ণমেন্ট প্রকিউরমেন্ট অর্থাৎ ই-জিপি'র সুষ্ঠু বাস্তবায়ন ও প্রসারের জন্য সংশ্লিষ্ট সকলের সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে জেলা পর্যায়ে এক দিনের কর্মশালা। (Image: Government-Tenderers' Forum Workshop at the district level to raise awareness on e-GP in Government Procurement.)

- সরকারি ক্রয়ের পরিধি, ধরন, জটিলতা ও চ্যালেঞ্জ বহুলাংশে বৃদ্ধি পেয়েছে। এ চ্যালেঞ্জসমূহ মোকাবেলায় মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নীতিগত অনুমোদনের আলোকে সিপিটিইউ-কে একটি যুগোপযোগী কাঠামোয় পুনর্গঠনপূর্বক বাংলাদেশ পাবলিক প্রকিউরমেন্ট অথরিটি (বিপিপিএ)-তে রূপান্তরের কাজ চলমান রয়েছে। এ লক্ষ্যে বাংলাদেশ পাবলিক প্রকিউরমেন্ট অথরিটি (বিপিপিএ) আইন ২০১৯ অনুমোদনের বিষয়টি প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

৩। <u>জাতীয় সংসদে প্রশ্নোত্তরভিত্তিক প্রতিবেদন প্রণয়ন:</u>

২০০৯ সাল থেকে নবম, দশম এবং একাদশ জাতীয় সংসদের ফ্লোরে মন্ত্রিসভার মাননীয় সদস্যগণ কর্তৃক পরিকল্পনা মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটিসহ বিভিন্ন সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সভায়ও নিয়মিতভাবে চাহিত প্রয়োজনীয় তথ্য প্রেরণ করা হচ্ছে। তাছাড়া, মন্ত্রিসভার মাননীয় সদস্যগণ কর্তৃক প্রদত্ত প্রতিশ্রুতির বাস্তবায়ন এবং উন্নয়ন প্রকল্পের অগ্রগতি পর্যালোচনার নিমিত্ত চাহিত যাবতীয় প্রশ্নোত্তরভিত্তিক তথ্য জাতীয় সংসদে প্রেরণ করা হচ্ছে।

৪। <u>গৃহীত ও বাস্তবায়িত উন্নয়ন প্রকল্পসমূহ:</u>

বিগত ২০০৯ সাল থেকে চলতি অর্থবছরের ডিসেম্বর, ২০২০ পর্যন্ত পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন কাজে আইএমইডির সক্ষমতা বৃদ্ধি, সরকারি ক্রয় কাজে ই-জিপির সম্প্রসারণ, ইলেক্ট্রনিক টেন্ডারিং, প্রকল্প বাস্তবায়নের তথ্য অনলাইনে সংগ্রহের জন্য Project Management Information Sysem (PMIS) প্রবর্তন এবং মনিটরিং ও প্রতিবেদন কার্যক্রমকে আধুনিকায়ন করার জন্য ৪(চার) টি উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। যা নিম্নরূপ:

(লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক নং	প্রকল্পের নাম ও মেয়াদকাল	প্রাক্কলিত ব্যয়	ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক অগ্রগতি
		মোট	আর্থিক
১.	পাবলিক প্রকিউরমেন্ট রিফর্ম প্রজেক্ট (৩য় সংশোধিত) (জুলাই ২০০৭ – জুন ২০১৭)	৫৬৮১৭.১৯	৫২৯৭৬.২৩ (৯৩.২৪%)
২.	স্টেংদেনিং মনিটরিং এন্ড ইভালুয়েশন ক্যাপাবিলিটিস অব আইএমইডি (এসএমইসিআই) (৩য় সংশোধিত) (জানুয়ারি ২০১৩ – জুন ২০২০)	৬,৮৮৫.০০	৬,০১৯.৬৬ (৮৭.৪৩%)
৩.	Digitizing Implementation Monitoring and Public Procurement Project (DIMAPPP) (জুলাই ২০১৭ – জুন ২০২২)	৪৪,১৫৭.৫০	২৪,৪৩৭.৬৪ ৫৫.৩৪% **(ডিসেম্বর, ২০২০ পর্যন্ত)**
৪.	Capacity Development for Monitoring and Reporting to Increase the Effective Coverage of Basic Social Services (ECBSS) for Children and Women in Bangladesh (Phase-2) (অক্টোবর ২০১৭ – ডিসেম্বর ২০২১)	৯০৮.৮২	৩১৩.৪ ৩৪.৪৮% **(ডিসেম্বর, ২০২০ পর্যন্ত)**

৫। <u>প্রশাসন অনুবিভাগের সাফল্য:</u>

আইএমইডি'র প্রশাসন অনুবিভাগের (২০০৯-২০২০ সময়ে ১২ বছরের) কর্মকান্ডের বিষয়ে সাফল্যের বিবরণ নিম্নরূপ:

- বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগকে শক্তিশালীকরণের জন্য বিভিন্ন ক্যাটাগরির ৬৯ (উনসত্তর) টি পদ সৃজন করা হয়েছে।
- ১ম শ্রেণির ০৭ জন কর্মকর্তা-কে পদোন্নতি, ০৩ জন কর্মকর্তা-কে সিলেকশন গ্রেড, ১৩ জন কর্মকর্তা-কে নিয়োগ প্রদান করা হয়েছে।
- ২য় শ্রেণির ১৭ জন কর্মকর্তাকে নিয়োগ এবং ৪১ জন কর্মকর্তাকে সিলেকশন গ্রেড ও টাইমস্কেল প্রদান করা হয়েছে।
- ৩য় শ্রেণির ৪৬ জন কর্মচারীকে নিয়োগ এবং ৩২ জন কর্মচারীকে সিলেকশন গ্রেড ও টাইমস্কেল প্রদান করা হয়েছে। ৩য় শ্রেণি থেকে ১ জন ২য় শ্রণিতে পদোন্নতি পেয়েছেন।
- ৪র্থ শ্রেণির ৪৪ জন কর্মচারীকে নিয়োগ এবং ৩৫ জন কর্মচারীকে সিলেকশন গ্রেড ও টাইমস্কেল প্রদান করা হয়েছে।
- ০১ (এক) টি জীপ গাড়ি এবং ০৫ (পাঁচ) টি মাইক্রোবাস ক্রয় করা হয়েছে।

৬। <u>বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (এডিপি) বাস্তবায়ন ত্বরান্বিতকরণে আইএমইডি'র ভূমিকা</u>:

ক্রমবর্ধমান বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (এডিপি) বাস্তবায়ন ত্বরান্বিত করতে আইএমইডি সহায়ক ভূমিকা তথা ধনাত্মক প্রভাবক হিসেবে অবদান রাখে। সে লক্ষ্যে আইএমইডি প্রতিবছর চলমান ও সমাপ্ত প্রকল্পসমূহ পরিদর্শন করে প্রতিবেদন প্রণয়নপূর্বক সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগসমূহ-কে প্রয়োজনীয় পরামর্শ/দিকনির্দেশনা/মতামত প্রদান করে থাকে। বর্তমান সরকারের আমলে ২০০৮-০৯ অর্থবছর থেকে ২০১৯-২০ অর্থবছর পর্যন্ত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির বাস্তবায়ন অগ্রগতি নিম্নরূপ:

গত ২০০৮-০৯ অর্থবছর হতে ২০১৯-২০ অর্থবছরের সংশোধিত এডিপিতে প্রদত্ত মোট বরাদ্দ ও ব্যয়ের বিবরণ

(কোটি টাকায়)

অর্থ-বছর	প্রকল্প সংখ্যা	সংশোধিত এডিপি বরাদ্দ				ব্যয় (বরাদ্দের %)			
		মোট	স্থানীয় মুদ্রা	প্রকল্প সাহায্য	নিজস্ব অর্থায়ন	মোট	স্থানীয় মুদ্রা	প্রকল্প সাহায্য	নিজস্ব অর্থায়ন
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)		(৭)	(৮)	(৯)	
২০১৯-২০	১৯০৬	২০১১৯৯	১৩০৯২১	৬২০০০	৮২৭৮	১৬১৮৭১ (৮০.৪৫%)	১০৮১৭৮ (৮২.৬৩%)	৪৭৫৩৫ (৭৬.৫৭%)	৬১৫৯ (৭৪.৪০%)
২০১৮-১৯	১৯৭৬	১৭৬৬১৯.৭১	১১৬০০০.০০	৫১০০০.০০	৯৬১৯.৭১	১৬৭১৮৬.০৮ (৯৪.৬৬%)	১১১১৬৪.৯৯ (৯৫.৮৩%)	৪৭১০৪.১০ (৯২.৩৬%)	৮৯১৬.৯৮ (৯২.৬৯%)
২০১৭-১৮	১৭৪০	১৫৭৫৯৪.৩৯	৯৬৩৩১.০০	৫২০৫০.০০	৯২১৩.৩৯	১৪৮৩০৫.৭৮ (৯৪.১১%)	৮৯৩৭১.০৩ (৯২.৭৭%)	৪৯৮৬৩.৩২ (৯৫.৮০%)	৯০৭১.৪৩ (৯৮.৪৬%)
২০১৬-১৭	১৭১০	১১৯২৯৫.৯৭	৭৭৭০০.০০	৩৫৭৯৬.৭০	৫৭৯৯.২৭	১০৭০৮৪.৫৫ (৮৯.৭৬%)	৭২১৪৫.৩৯ (৯২.৮৫%)	২৮২৬৯.০৪ (৭৮.৯৭%)	৬৬৭০.১১ (১১৫.০২%
২০১৫-১৬	১৫৫৭	৯৩৯০৫.১৭	৬১৮৪০.০০	২৯১৬০.০০	২৯০৫.১৭	৮৭০৬৭.৩৪ (৯২.৭২%)	৫৮৩৫৭.১৬ (৯৪.৩৭%)	২৫২২৪.০৫ (৮৬.৫০%)	৩৪৮৬.১৩ (১২০%)
২০১৪-১৫	১৪৫৭	৭৭৮৩৬	৫২৯৩৬	২৪৯০০	২৮৩৬	৭১১৩৭ (৯১%)	৪৮৬৯৪ (৯২%)	২২৪৪৩ (৯০%)	২৬০৭ (৯২%)
২০১৩-১৪	১৫২১	৬৩৯৯১	৩৮৮০০	২১২০০	৩৯৯১	৫৯৭৫৯ (৯৩%)	৩৮১১৬ (৯৮%)	১৮৭৯৭ (৮৯%)	২৮৪৬ (৭১%)
২০১২-১৩	১৪৪৯	৫৭৩৮৮	৩৩৮৬৬	১৮৫০০	৫০২২	৫২৫১০ (৯১%)	৩৩৬২৮ (৯৯%)	১৬৪০৭ (৮৯%)	২৪৭৫ (৪৯%)
২০১১-১২	১৩৪০	৪১০৮০	২৬০৮০	১৫০০০	-	৩৮০২৩ (৯৩%)	২৫৪৪৮ (৯৮%)	১২৫৭৫ (৮৪%)	-
২০১০-১১	১২৯২	৩৫৮৮০	২৩৯৫০	১১৯৩০	-	৩২৮৫৫ (৯২%)	২৩০৪৫ (৯৬%)	৯৮১০ (৮২%)	-
২০০৯-১০	১১৮৩	২৮৫০০	১৭২০০	১১৩০০	-	২৫৯১৭ (৯১%)	১৬৪০৫ (৯৫%)	৯৫১২ (৮৪%)	-
২০০৮-০৯	১১৩৫	২৩০০০	১২৮০০	১০২০০	-	১৯৭০১ (৮৬%)	১১৮৭৩ (৯৩%)	৭৮২৮ (৭৭%)	-

আইএমইডি কর্তৃক প্রতি বছর বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির বাস্তবায়ন অগ্রগতির পর্যালোচনা করে সুপারিশ সহ বিস্তারিত প্রতিবেদন জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদের (NEC) সভায় উপস্থাপন করা হয়ে থাকে এবং বই আকারে প্রকাশ করা হয়।

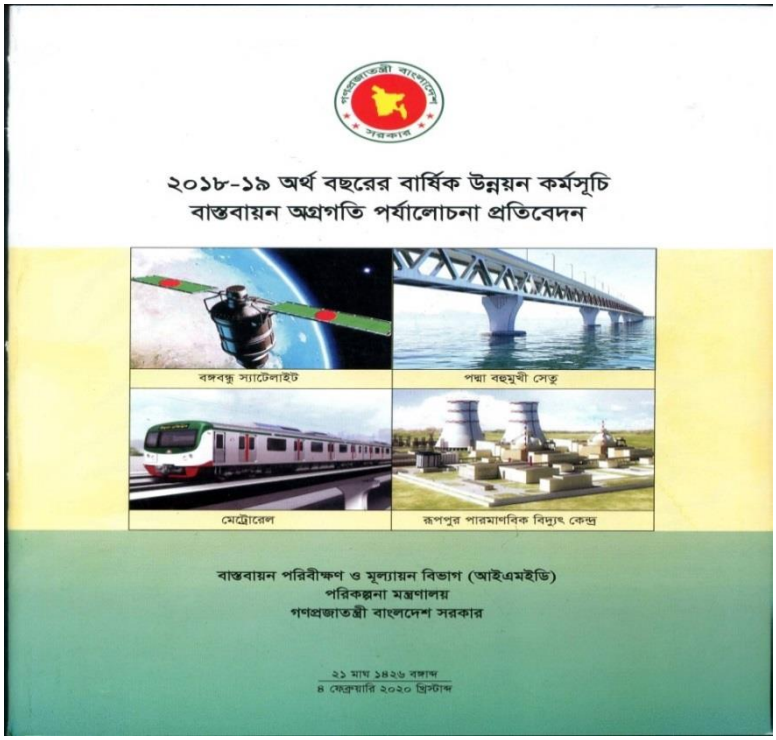

চিত্র: আইএমইডি কর্তৃক প্রকাশিত ২০১৮-১৯ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা প্রতিবেদন। (Image: IMED published Annual Development Program's Implementation Progress Review Report (2018-19 Fiscal Year).)

৭। <u>আইএমইডি'র অন্যান্য কর্মকান্ড:</u>

<u>বঙ্গবন্ধু কর্ণার স্থাপন:</u>

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এঁর জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে গত ১৭ মার্চ ২০২০ তারিখে আইএমইডিতে বঙ্গবন্ধু কর্ণার স্থাপন করা হয়েছে;

চিত্র: আইএমইডি'র লাইব্রেরিতে স্থাপিত বঙ্গবন্ধু কর্ণার। **(Image:** Bangabandhu Corner at IMED's Library.)

নান্দনিক কর্মপরিবেশ সৃষ্টি:

কর্মক্ষমতা এবং কর্মপরিবেশের মধ্যে একটি নিবিড় সম্পর্ক রয়েছে। কর্মপরিবেশ যত সুন্দর ও নান্দনিক হবে কর্মীর কর্মস্পৃহা এবং কর্মক্ষমতা তত উন্নততর হবে। এ চিন্তাকে সামনে রেখে বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগের প্রত্যেক কর্মচারীর অফিস কক্ষ, আঙ্গিনাসহ সামগ্রিক কর্মপরিবেশ উন্নত করা হয়েছে। এছাড়াও পরিচ্ছন্নতা বিষয়ে নিয়মিত প্রশিক্ষণ প্রদান এবং মনিটরিংয়ের ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। সকল উদ্যোগ বাস্তবায়নের মাধ্যমে একদিকে কর্মপরিবেশ উন্নত হয়েছে এবং অন্যদিকে কর্মচারীগণের কর্ম উদ্দীপনা এবং সক্ষমতা বৃদ্ধি পেয়েছে।

চিত্র: আইএমইডি'র বর্তমান চিত্র। **(Image:** Current scenario of IMED)